সীতা দেবীর
পরভৃতিকা

কয়েকখানি আগামী সুচিত্র-

এস. পি. প্রোডাকসন্সের-
স্বপ্ন ও সাধনা
কর্মীসঙ্ঘের পরিচালনায় •
শ্রেঃ সন্ধ্যা, জহর, নরেশ মিত্র
রেবা • পরেশ ব্যানার্জ্জি

নিউ থিয়েটার্সের
অঞ্জনগড়
সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' অবলম্বনে
পরিচালনা: বিমল রায়
শ্রেঃ সুনন্দা, দেবী মুখার্জ্জি

আই·এন·এ·পিক্‌চার্সের-
স্বয়ং সিদ্ধা
পরিচালনা: নরেশ মিত্র
কাহিনী: মনিলাল বন্দ্যো
শ্রেঃ নরেশ মিত্র, শিবশঙ্কর,
অমর বসু, দীপ্তি, উমা, বন্দনা

ডি ল্যুক্স পিক্‌চার্সের-
ললিতা সখী
পরিচালনা· নির্ম্মল তালুকদার •
সঙ্গীত • রবীন চট্টোপাধ্যায় •
শ্রেঃ অনুভা, পূর্ণিমা, মিহির
নরেশ মিত্র, কমল, জহর

নিউ সেঞ্চুরীর-
রায় চৌধুরী
কাহিনী ও পরিচালনা: শৈলজানন্দ
শ্রেঃ অহীন্দ্র, দেবী, প্রমীলা, পূর্ণিমা

একমাত্র পরিবেশক:
ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : : কলিকাতা

প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
প্রযোজনায়

"পরভৃতিকা"

কাহিনী—সীতা দেবী
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

চিত্রশিল্পী—ধীরেন দে
শব্দযন্ত্রী—শচীন চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক—সন্তোষ গাঙ্গুলী
শিল্পনির্দ্দেশক—সত্যেন রায় চৌধুরী

গান—৺অজয় ভট্টাচার্য্য
সুর—বিমল চট্টোপাধ্যায়
রসায়নাগারিক—ধীরেন দে (কে-বি
রূপসজ্জা—বিভূতি পালিত

প্রধান যন্ত্রসচিব— নৃপেন্দ্র পাল এম, এস, সি
প্রধান কর্ম্মসচিব—জিতেন গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপক—তারক দে

—ঃ সহকারী ঃ—

চিত্রগ্রহণে—নরেশ নাথ, সুধীর মিত্র
শব্দযন্ত্রে—ইন্দু অধিকারী, কার্ত্তিক রায়
সম্পাদনায়—প্রণব মুখোপাধ্যায়
শিল্পনির্দ্দেশনায়—গৌর পোদ্দার, অনিল পাইন
রসায়নাগারে—লালমোহন ঘোষ, সুধীর ঘোষাল, চণ্ডী শীল
ব্যবস্থাপনায়—গিরীন রায় চৌধুরী, কমল বসাক, যুগল বসাক

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত।

—ঃ ভূমিকায় ঃ—

সরযূ বালা	নীলিমা দাস	অমিতা বসু
চিত্রা দেবী	তারা ভাদুড়ী	কমলা অধিকারী
মায়া সিংহ	তুলসী লাহিড়ী	জীবন গাঙ্গুলী
শিবশঙ্কর সেন	নকুল দত্ত	অমর চৌধুরী
জীবন মুখোপাধ্যায়	ধীরেশ মজুমদার	কান্তি দে
অরণ্য রায়	সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য	রবি মিত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—উদয়ালয় ষ্টোর্স

একমাত্র পরিবেশক—ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

"পরভৃতিকার"

সূত্র

জমিদার প্রমদারঞ্জনের পূর্ব্বপুরুষের উইল ছিল যে—বংশে মেয়ে হ'লে সে সামান্য নগদ টাকা ছাড়া জমিদারীর কিছুই পাবেনা—তাই একমাত্র পুত্র জ্ঞানদারঞ্জনের বিবাহ দিয়ে তাঁর উদ্বেগের অন্ত ছিলনা। বৌরাণীর নাম ভানুমতী। জ্ঞানদারঞ্জন তাঁর এই রূপসী স্ত্রীকে ঠিক মনের মত করে গড়ে তুলেছিল।

বিয়ের পর কয়েক বছর কেটে গেল, পৌত্রের মুখ দর্শন করতে না পেয়ে প্রমদারঞ্জন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাঁর কেবলই মনে হ'তে লাগলো যদি জ্ঞানদার সন্তানাদি না হয়, তবে তাঁর ভাইপো উদয় এই সম্পত্তির মালিক হবে, এবং মদে ও লাম্পট্যে এই বিশাল জমিদারী দুদিনে শেষ ক'রে দেবে। ঠিক এই সময় প্রমদারঞ্জনের সংসারে একটি বিরাট দুর্ঘটনা ঘটলো।

ছেলে বেলায় ভানুমতীর মা মারা যান। সেই সময় থেকে তাকে মানুষ করেছিল একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে, নাম তার ভবানী। ভানুমতী যখন শ্বশুর ঘর করতে এলো, তখন ভবানীও এলো তার সঙ্গে। সে উদয়ের মতলব জানতো বলেই যথা সম্ভব ভানুকে উদয়ের কাছ থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করতো।

প্রকাশ পেল, ভানুমতী সন্তান সম্ভাবিতা। প্রমদারঞ্জন পুত্রবধূকে পাঠিয়ে দিলেন কোলকাতায় তার পিত্রালয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উদয়ও এল কোলকাতায়। সে ভানুমতীর বাবা মহেশবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলো প্রথম সন্তান হবার সময় মেয়েদের কাছে ভাল ডাক্তার নার্স ইত্যাদি থাকা দরকার, অর্থাৎ তার প্রেরিত ডাক্তার-নার্সের মারফৎ যদি ভানুমতীর কোন ক্ষতি ঘটানো যায়, তাহ'লে সম্পত্তিটা পাওয়ার পক্ষে আর কোন বাধা থাকেনা। কিন্তু এবারেও ভবানীর চেষ্টায় তার সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হ'য়ে গেল। ভবানী পাড়ার মধ্যেই মিসেস্ মিত্র নামে একজন অভিজ্ঞা ধাত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে ঠিক ক'রে এল।

একদিন রাত্রিতে ঘনিয়ে এল উত্তরাধিকারী আসবার শুভ লগ্ন...... ভবানী ছুটে গিয়ে মিসেস মিত্র ও তাঁর সহকারিণী বসন্তকে ধরে নিয়ে এল।

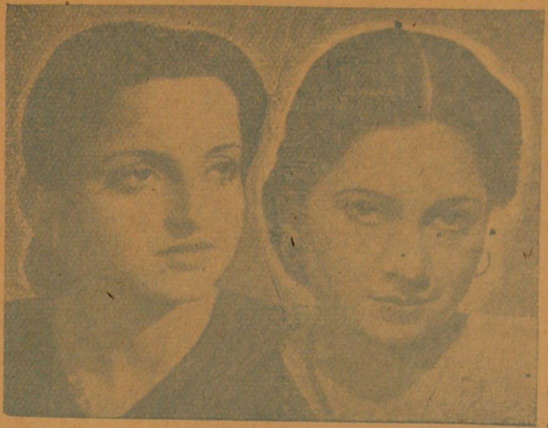

উদ্বেগের...উৎকণ্ঠার কাল রাত্রি... ভবানী ভানুমতীর জন্য সোডা নিয়ে ফিরে এসে দেখলো অচৈতন্যা ভানুমতীর কোলের কাছে ঘর আলো ক'রে শুয়ে রয়েছে এক মেয়ে। ভবানীর মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়লো। সে যেন দিবা চোখে দেখতে লাগলো—সম্পত্তির মালিক হ'য়ে বসেছে উদয়,—হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা উড়ে যাচ্ছে নেশায় আর চরিত্রহীনতায়......নাঃ! এ অসহ্য..... সে খপ ক'রে মিসেস মিত্রের হাত চেপে ধ'রে বললো—তোমায় এর একটা প্রতিকার করতেই হবে। যত টাকা লাগে আমি দেব।

ফলে—আগের দিন মিসেস মিত্রের বাড়ীতে যে গরীব কায়স্থ মেয়েটি একটি পুত্র সন্তান প্রসব ক'রে মারা গিয়েছিল, কেউ জানবার আগে...ভানুমতীর জ্ঞান হবার আগে......রাতারাতি......সেই ছেলেকে এনে শুইয়ে দেওয়া হ'ল ভানুমতীর কোলের কাছে......আর এই রাজার দুলালীকে নিয়ে মিসেস মিত্র হারিয়ে গেলেন ভবিষ্যতের অতল অন্ধকারে......

কিন্তু ক্ষণিকের উত্তেজনায় ভবানী এই যে ভুল ক'রে ফেললো, ভবানী কি পারবে কোনদিন সে কথা ভানুকে বলতে? মিসেস মিত্র কি পারবেন আইনের ভয় না ক'রে এ কথা লোকের কাছে স্বীকার করতে?

মানুষের ভাগ্য-বিধাতা কি পারবেন এই ভুল সংশোধন করতে?

গান

(১)

আমায়—
আমায় আজি ডাকলো কি—
ঐ ঝুমুর ঝুমুর বনের হাওয়া
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ চাঁদের চাওয়া
ডাক্‌লো কি?
আমার নিদ মহলে জ্বালিয়ে আলো
স্বপন দোলায় কে দোলালো
ঝুমুর ঝুমুর নূপুর তাহার বাজলো কি?
ও হীরামন—
বল্ রে পাখী কেন রে গাস্
পারিজাতের গন্ধ কি পাস
ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্ ডালিম কুমার
জাগলো কি?

ওরে মোর নিরুদ্দেশের ভালবাসা
কোথায় আজি বাঁধবি বাসা—
মধুমালার দেশে তরী
লাগলো কি ?

(২)

বাসরের শয্যায় কোন্ ফুল চাই গো—
কলাবতী কন্যা গো আনিতে সে যাই গো।
ভাল কথা কহিলে—
বনফুলে কোন্ কাজ মনফুল নহিলে ।
মনের খবর আমি রাখিনা—
যার মন তার আছে সেই আশে থাকিনা।
যেথায় চাঁদের আলো
পৃথিবীরে বাসে ভালো
যেথায় হারায়ে সব, সব কিছু পাইগো ।
কোন ফুল চাইগো—
কলাবতী কন্যা গো আনিতে সে যাই গো।
ফুলে আর কাজ নাই
ক্ষতি নাই, নাই পাই ।
প্রণয়ের মাল্য বিনাফুলে গেঁথেছি
বাসরের শয্যা অঞ্চলে পেতেছি
এই ভালো কন্যা গো—
তুমি আজ ধন্যা গো—
কোন্ দীপ জ্বেলে দেব
কোন্ গান গাই গো ?

(৩)

এবার আমি যাই গো—যাই,
এই বনে আর ফুল ফোটেনা—
মাটীর বুকে ফসল নাই ।
নদীর জলে মায়ের স্নেহ—
আর তো হেথা পায় না কেহ—
ভায়ের লাগি কাঁদে নারে
প্রাণের দোসর আপন ভাই ।
কোথায় আজো মাঠের বেণু
সবুজ সুরে সাধা —
মানুষ কোথায় সহজ মানুষ—
নাইরে মাঝে বাধা
ডাক দিয়েছে সে দেশ আমায়
পাখীর গাওয়ায় আলোর ছোঁওয়ায়
ঘর ছেড়ে আজ ঘর বাঁধিব
যেথায় ঘরের নাই বালাই ।

(৪)

বঁধু স্বপন আমার তোমার ভাষায়
ফুটলো কি—
লাজের বাধা এমন করেই
টুটলো কি ?
মনের ভ্রমর সেই কথাটি
গুঞ্জরে,
সেই কামনা বনের ফুলে মুঞ্জরে—
দখিন হাওয়ায় সে বারতা
ছুটলো কি ?
কান্না হাসির মধুর ধ্বনি
মর্মরিল—
মোদের প্রাণে সঞ্চরিল ।
গানের ভাষায় কথাটি মোর অন্তরে
লুকিয়েছিল গোপন পায়ে মন্থরে—
আমার সুরে সুর লহরী
জুটলো কি ?

আসিতেছে !

ক, চি, ল প্রোডাকসন্সের -

পূরবী

পরিচালনা • চিত্ত বসু
কাহিনী • নিতাই ভট্টাচার্য
সঙ্গীত • কৃষ্ণচন্দ্র দে, প্রনব দে
শ্রেঃ কৃষ্ণচন্দ্র দে, সন্ধ্যা, পরেশ ব্যানার্জি

পরিবেশক:
সানরাইজ ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা

PNG Productions

শ্রী রনেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।